তারিখ . 27 MAY 2015 . . . . .
পৃষ্ঠা ...১৮... কলাম ...৩......

সমকাল

পাবনায় ৬১ বিদ্যালয় ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা

৩০ হাজার শিক্ষার্থীর পাঠদান ব্যাহত

■ এবিএম ফজলুর রহমান, *পাবনা*

১৫ থেকে ২০ বছরে পাবনার ৬১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের জীর্ণদশা বিরাজ করছে। নির্মাণ কাজের গাফিলতি এবং ত্রুটি এখন শিক্ষার্থীদের জন্য জীবন-মরণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে। স্কুলশিক্ষক আবদুর রহিম বললেন, প্রকৌশলী এবং বিত্তবান ঠিকাদাররা শুধু নিজেদের লাভটাই হিসাব করে, নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে ইমারত নির্মাণ করেছেন। শিশু-কিশোরদের জীবনের কথাটি ভাবেননি। পাবনায় সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ৬১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ভবনগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় পরিত্যক্ত ঘোষণা করার কারণে শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করতে হচ্ছে। এসব ভবন নির্মাণ করা হয়েছে নব্বইয়ের দশকে। এত স্বল্প সময়ে ভবনগুলোর এমন অবস্থা হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন নির্মাণবিদরা। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে নির্মিত আটঘড়িয়া উপজেলার হাপানিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ওই বিদ্যালয়ের ভবনের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। ছাদের প্লাস্টার খুলে পড়ায় ১১ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। শিক্ষার্থীরা গাছের নিচে ক্লাস করে। বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবদুস সালাম বলেন, স্কুলের চারটি কক্ষের অবস্থা খুবই খারাপ। বৃষ্টির কারণে স্কুল ছুটি দিতে হয়। একই অবস্থা সদর উপজেলার টেবুনিয়া ওয়াসিম পাঠশালা, তাজিয়ার পাড়া, তাজপাড়া, সিংগা, ভজেন্দ্রপুর, নারয়ণপুর, দক্ষিণ রাঘবপুর, শিবরামপুর মডেল স্কুল, শহীদ অশোক স্কুল, হেমায়েতপুর, উত্তর বড় দিকশাইল, শিবরামপুর মিলন সংঘ স্কুল, আদর্শ স্কুল ও পলিটেকনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়।

হাপানিয়া সরকারি বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ আলী বলেন, 'এ বিদ্যালয়টির নির্মাণ কাজ এতটাই নিম্নমানের হয়েছে, সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতেই ছাদ থেকে সিমেন্টের চাপ খসে পড়ে। সামান্য কম্পনেই স্কুলটির পুরো ছাদ ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। টেবুনিয়া ওয়াসিম পাঠশালার সভাপতি জাহিদ হোসেন জানান, বিদ্যালয় ভবনটি ভূমিকম্পে ঝুঁকিপূর্ণ হয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুস সালাম জানান, শিশুদের স্কুল ভবন ঝুঁকিপূর্ণ তাই দ্রুত তা মেরামতের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছি।